সাহিত্যদর্পণঃ

প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ

অবতরণিকা

গ্রন্থারম্ভে নির্বিঘ্নেন প্রারিপ্সিতসমাপ্তিকামো বাঙ্ময়াধিকৃততয়া বাগ্‌দেবতায়াঃ সাম্মুখ্যমাধত্তে। (ক)

বঙ্গার্থ ঃ (ক) গ্রন্থ রচনার পূর্বে নির্বিঘ্নে কর্তব্য সম্পাদনের জন্য এই (অলংকার) গ্রন্থ রচনা ; যেহেতু, শব্দময় তাই (গ্রন্থকার) শব্দের (সকল শাস্ত্রের) অধিষ্ঠাত্রী, দেবী সরস্বতীর আনুকূল্য প্রার্থনা করছেন।

শরদিন্দুসুন্দররুচিশ্চেতসি সা মে গিরাং দেবী।
অপহৃত্য তমঃ সন্ততমর্থানখিলান্ প্রকাশয়তু ॥ ১ ॥

বঙ্গার্থ ঃ (খ) শরৎকালের চন্দ্রালোকের মত লাবণ্যময়ী, সুপ্রসিদ্ধা বাগ্‌দেবী সরস্বতী আমার চিত্তের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর করে সকল তত্ত্বের অর্থ সর্বদা প্রকাশ করুন । ১ ।

অস্য গ্রন্থস্য কাব্যাঙ্গতয়া কাব্যফলৈরেব ফলত্বমিতি কাব্যফলান্যাহ। (গ)

বঙ্গার্থ ঃ (গ) এই গ্রন্থ যেহেতু কাব্যের অঙ্গ তাই কাব্যের যা ফল এরও তাই ফল। এইজন্য কাব্যের ফল বলা হচ্ছে —

চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তিঃ সুখাদল্পধিয়ামপি।
কাব্যাদেব যতস্তেন তৎস্বরূপং নিরূপ্যতে ॥ ২ ॥

বঙ্গার্থ ঃ কাব্য থেকে যাতে অল্পমতি ব্যক্তিদের অনায়াসে চতুর্বর্গ প্রাপ্তি হয়, সে জন্যই তার স্বরূপ অর্থাৎ লক্ষণ নির্ণয় করছি । ২ ।

চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তির্হি কাব্যতো রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যম্ ন রাবণাদিবদিত্যাদি কৃত্যাকৃত্যপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যুপদেশদ্বারেণ সুপ্রতীতৈব। (ঙ)

বঙ্গার্থ ঃ (ঙ) কাব্য থেকে কিরূপ চতুর্বর্গ লাভ হয় তারই বর্ণনা — (কর্তব্যপরায়ণ) রামের মত আচরণ করা কর্তব্য, (অধার্মিক) রাবণের মত নয় — এই যে কর্তব্য ও অকর্তব্য

Scanned with CamScanner

নিরূপণ করে সৎকর্মে প্রবৃত্ত হওয়া এবং অসৎ কর্ম থেকে দূরে থাকাই কাব্য অধ্যয়নের সাক্ষাৎ ফল।

উক্তঞ্চ —
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসু চ।
করোতি কীর্তিং প্রীতিঞ্চ সাধুকাব্যনিষেবণম্ ॥ ইতি (চ)

বঙ্গার্থ ঃ আরও কথিত আছে যে — "সৎকাব্য অধ্যয়নে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ করা যায়, (নৃত্যগীত ইত্যাদি চৌষট্টি প্রকার) কলাবিদ্যায় দক্ষতা জন্মে, সংসারে কীর্তি ও প্রীতি লাভ করা যায় ।(চ) ।

কিং চ। কাব্যাদ্ধর্মপ্রাপ্তির্ভগবন্নারায়ণচরণারবিন্দস্তবাদিনা। "একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সম্যগ্জ্ঞাত স্বর্গে লোকে চ কামধুগ্ ভবতি" ইত্যাদি বেদবাক্যেভ্যশ্চ সুপ্রসিদ্ধৈব। অর্থপ্রাপ্তিশ্চ প্রত্যক্ষসিদ্ধা। কামপ্রাপ্তিশ্চার্থদ্বারৈব। মোক্ষপ্রাপ্তি-শ্চৈতজ্জন্যধর্ম-ফলাননুসন্ধানাৎ। মোক্ষোপযোগিবাক্যে ব্যুৎপত্ত্যাধায়কাত্বাচ্চ। (ছ)

বঙ্গার্থ ঃ (ছ) আবার কাব্য থেকে ভগবান্ নারায়ণ প্রভৃতির পাদপদ্মের স্তোত্রাদি দ্বারা ধর্মলাভ হয়। একটি মাত্র শব্দও যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায় অথবা সম্যগ্ভাবে উপলব্ধি হয় তবে সেই একটি শব্দই পৃথিবীতে ও স্বর্গে মনস্কামনা সিদ্ধ করে" ইত্যাদি বেদবাক্যগুলি থেকেও তা প্রসিদ্ধি আছে যে, কাব্য থেকে অর্থপ্রাপ্তি অর্থাৎ ধনলাভ হয়, তা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। অর্থদ্বারাই কাম অর্থাৎ — পার্থিব সুখ লাভ হয়ে থাকে। কাব্য থেকে প্রাপ্ত ধর্মফল ত্যাগ করলে মুক্তি হয়। মোক্ষ শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসারে যে কার্য কামনাশূন্য হয়ে করা যায় সেই কার্যই মোক্ষফল দান করে।

চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তির্হি বেদশাস্ত্রেভ্যো নীরসতয়া দুঃখাদেব পরিণতবুদ্ধী-নামেব জায়তে। পরমানন্দসন্দোহজনকতয়া সুখাদেব সুকুমারবুদ্ধীনামপি পুনঃ কাব্যাদেব। (জ)

বঙ্গার্থ ঃ (জ) নীরস এবং বিপুল গ্রন্থ বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি গভীর ভাবে অধ্যয়ন করে বিজ্ঞ পণ্ডিতগণেরই চতুর্বর্গ ফল লাভ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। কিন্তু পরম আনন্দদায়ক এবং সহজবোধ্য কাব্য অধ্যয়নে অল্পমতি ব্যক্তিগণেরও অনায়াসেই চতুর্বর্গ ফল লাভ হয়।

ননু তর্হি পরিণতবুদ্ধিভিঃ সৎসু বেদশাস্ত্রেষু কাব্যেষু কিমিতি যত্নঃ করণীয়ঃ ইত্যপি ন বক্তব্যম্ ; কটুকৌষধোপশমনীয়স্য রোগস্য সিতশর্করোপমশমনীয়ত্বে কস্য বা রোগিণঃ সিতশর্করা প্রবৃত্তিঃ সাধীয়সী ন স্যাৎ? (ঝ)

বঙ্গার্থ ঃ (ঝ) এখন প্রশ্ন, গভীর অর্থপূর্ণ বেদ শাস্ত্র থাকতে বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ তা ত্যাগ করে কাব্যে নির্ভরশীল হবেন কেন? একথা বলা উচিত নয়। কারণ তিক্ত ও বিস্বাদ ঔষধে যে রোগ আরোগ্য হয়, তা যদি বিশুদ্ধ ও শুভ্র শর্করা সেবনে উপশম হয়, তবে কোন রোগী তিক্ত ঔষধ ত্যাগ করে শুভ্র মিষ্টখণ্ড গ্রহণ করবেন না?

তাৎপর্য্য ঃ সুতরাং দুরূহ ও কষ্টসাধ্য বেদশাস্ত্র হতে যে চতুর্বর্গ ফল লাভ হয়, সেই ফল যদি

Scanned with CamScanner

অল্প আয়াসেই সরল কাব্যশাস্ত্র থেকে লাভ করা সম্ভব হয়, তবে বিজ্ঞ ব্যক্তিরাই বা বেদশাস্ত্র ছেড়ে কাব্য পাঠে অভিলাষী হবেন না কেন?

কিং চ। কাব্যস্যোপাদেয়ত্বমাগ্নেয়পুরাণেঽপ্যুক্তম্ —

নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।
কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা ॥ (ঞ)

বঙ্গার্থ ঃ (ঞ) কাব্যের উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে অগ্নিপুরাণেও বলা হয়েছে যে, জগতে মনুষ্য জন্ম দুর্লভ এবং মনুষ্যত্ব লাভ করলেও বিদ্যা অতি দুর্লভ। বিদ্যালাভ করলেও কবিত্ব লাভ অত্যন্ত দুরূহ এবং (বিদ্যাও বুদ্ধির দ্বারা) কবিত্বলাভ করলেও কবিত্বশক্তি অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ কবিপ্রতিভা একান্তই দুর্লভ।

"ত্রিবর্গসাধনং নাট্যম্" — ইতি চ। বিষ্ণুপুরাণেঽপি —

কাব্যালাপাশ্চ যে কেচিদ্ গীতকান্যখিলানি চ।
শব্দমূর্ত্তিধরস্যৈতে বিষ্ণোরংশা মহাত্মনঃ ॥ (ট)

বঙ্গার্থ ঃ (ট) নাটক ত্রিবর্গের সাধন — একথাও এগ্রন্থে বলা হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণে আরও বলা হয়েছে যে, সমস্ত কাব্যালাপ ও সমস্ত সঙ্গীত শব্দরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর অংশস্বরূপ।

তেন হেতুনা তস্য কাব্যস্য স্বরূপং নিরূপ্যতে। এতেনাভিধেয়ঞ্চ প্রদর্শিতম্। (ঠ)

বঙ্গার্থ ঃ (ঠ) এ জন্য কাব্যের স্বরূপ নিরূপণ করা হচ্ছে। এর দ্বারাই গ্রন্থের অভিধেয় সম্বন্ধ এবং প্রয়োজন দেখান হয়েছে।

বিবৃতি ঃ এই গ্রন্থের অভিধেয় — কাব্যের স্বরূপ, সম্বন্ধ — প্রয়োজন ও অভিধেয়ের অর্থাৎ — চতুর্বর্গ ও কাব্যস্বরূপ ইত্যাদির কার্যকারণ ভাব।

তৎ কিং স্বরূপং তাবৎ কাব্যম্ ইত্যপেক্ষায়াং কশ্চিদাহ — "তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলংকৃতী পুনঃ ক্বাপি" — ইতি। (ড)

বঙ্গার্থ ঃ (ড) কোনও গ্রন্থকার (কাব্যপ্রকাশকার আচার্য মম্মট) বলেন — দোষশূন্য, গুণযুক্ত অলঙ্কারবিভূষিত শব্দ ও অর্থ উভয়ই কাব্য।

এতচ্চিন্ত্যম্। তথাহি যদি দোষরহিতস্যৈব কাব্যত্বাঙ্গীকারঃ তদা —

ন্যক্কারো হ্যয়মেব মে যদরয়স্তত্রাপ্যসৌ তাপসঃ
সোঽপ্যত্রৈব নিহন্তি রাক্ষসকুলং জীবত্যহো রাবণঃ।
ধিগ্ ধিক্ শক্রজিতং প্রবোধিতবতা কিং কুম্ভকর্ণেন বা
স্বর্গগ্রামটিকাবিলুণ্ঠনবৃথোচ্ছ্বূনৈঃ কিমেভির্ভুজৈঃ ॥ (ঢ)

বঙ্গার্থ ঃ (ঢ) উক্ত লক্ষণ চিন্তনীয়। কারণ যদি দোষহীনকেই কাব্য বলতে হয়, তবে (রাবণের গর্বিত ক্রোধোক্তি) "ন্যক্কারো হ্যয়মেব" ইত্যাদি অর্থাৎ এটি আমার পক্ষে নিতান্ত লজ্জার বিষয় যে, আমার যে সমস্ত শত্রু তাদের মধ্যে একজন তাপস (রামচন্দ্র) এখানেই (লঙ্কাতেই) রাক্ষসকুল ধ্বংস করছে, অথচ রাবণ জীবিত, ইন্দ্রজিৎকেও ধিক, কুম্ভকর্ণকে

Scanned with CamScanner

REFERENCE :

1. BANDYOPADHYAY ASHOKE, SAHITYADARPANA(1-3),

SADESH,KOLKATA, 1411.

ACKNOWLEDGMENT :

This pdf is made for educational purpose of students and photo copies collected from the book of Sahityadarpana edited by Ashok Kumar Bandyopadhyay. Students are benefited by this pdf. We are thankful to the editor.

Debraj Mondal

Dept. of Sanskrit

Dinabandhu Mahavidyalaya, Bongaon

Scanned with CamScanner